Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 31-05-2026 17:45 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৬ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। রবিবার ৩১ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৫৭ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

১৫ বছরে বেড়েছে ১৩০০ কোটি! দেশের ধনীতম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শিবকুমার

জল কিংবা খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে না! রাশিয়াকে 'মারতে' এবার যুদ্ধক্ষেত্রে 'যন্ত্রসেনা' নামাল ইউক্রেন

বেরলেই জনতা মারবে', আতঙ্কে মমতার ডাকেও কালীঘাট-বিমুখ জয়ী তৃণমূল বিধায়করা!

# নাটক অভিষেক ইস্যুতে বিস্ফোরক সুকান্ত

মানস দাস ● নয়া জামানা

সোনারপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে বিক্ষোভ ও হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি।ঘটনার পর আহত অভিষেকের হাসপাতালে চিকিৎসা না পাওয়া নিয়ে যখন তৃণমূল নেতৃত্ব সরব তখনই পাল্টা কড়া মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত বলেন,ঘটনার প্রকৃত চিত্র ধীরে ধীরে সামনে আসছে। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই তৃণমূল কর্মী বলেই জানা যাচ্ছে। তাহলে কেন নিজেদের দলের নেতার বিরুদ্ধে এমন ক্ষোভ তার জবাব তৃণমূলকেই দিতে হবে।অভিষেকের হাসপাতালে ভর্তি না হওয়ার প্রসঙ্গে সুকান্তের কটাক্ষ, সামান্য অসুস্থতায় যদি সবাইকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় তাহলে আরও লক্ষাধিক বেডের প্রয়োজন হবে। বিষয়টি নিয়ে অযথা নাটক করা হচ্ছে।তিনি নিজের

অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, সন্দেশখালিতে পুলিশের মারধরের পর আমাকেও দীর্ঘক্ষণ হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।এদিকে সিআইডির তলব প্রসঙ্গ টেনে সুকান্ত দাবি করেন, সোমবার সিআইডি ডেকেছে। তার আগেই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা কেন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আগে জানতে হবে আসল অসুস্থতা কী।শনিবার সোনারপুরে নিহত তৃণমূল কর্মী সঞ্জু কর্মকারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে পৌঁছতেই বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। অভিযোগ, তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম, জুতো, কাদা, এমনকি ইট-পাথরও ছোড়া হয়। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁকে হেলমেট পরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। ধস্তাধস্তির মাঝে তাঁর জামাও ছিঁড়ে যায়।ঘটনার পর ক্ষোভ উগরে দিয়ে অভিষেক বলেন,আমাকে মারার চেষ্টা চলছে।

কিন্তু আমি পিছিয়ে যাব না। এই ঘটনার শেষ দেখে ছাড়ব।পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের সমস্ত ঘটনা নথিভুক্ত করে রাখার নির্দেশ দেন তিনি এবং আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানান।অন্যদিকে, তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, এটি ছিল পরিকল্পিত রাজনৈতিক হামলা। যদিও বিজেপির দাবি, সাধারণ মানুষের ক্ষোভ থেকেই এই বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনার জেরে রাতভর তল্লাশি চালিয়ে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হামলার নেপথ্যে কারা রয়েছে এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ কী তা জানতে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের নজর এখন সেই তদন্তের দিকেই।

## জনরোষে কল্যাণ

**নয়া জামানা ঃ** পরপর দু'দিন জনরোষের মুখে পড়ে আক্রান্ত দুই তৃণমূল সাংসদ। শনিবার সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে নজিরবিহীন মারধর, ডিম ছোড়া থেকে শুরু করে জামার কলার ধরে হামলার পর রবিবার প্রায় একই ঘটনা হুগলির চণ্ডীতলায়। শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ঢিল, উঠল 'চোর' স্লোগানও। জনতার ছোড়া ঢিলে মাথায় আঘাত পেয়ে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। সাংসদকে ঘিরে থাকা তৃণমূল কর্মীরা দ্রুত শুশ্রূষা করেন।

## সাংবাদিক সম্মাননা

**নয়া জামানা ঃ বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের উদ্যোগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পালিত হল দেবর্ষি নারদ জয়ন্তী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একাধিক সাংবাদিককে 'দেবর্ষি নারদ সার্থক জীবন সম্মান ২০২৬' প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি রাজ্যপাল আর. এন. রবি দায়িত্বশীল ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।**

# পাবলিক ক্ষেপে আছেন, বাড়ি থেকে বেরোবেন না-অভিষেককাণ্ডে সরব দিলীপ

**নয়া জামানা ঃ** গতকাল শনিবার প্রবল জনরোষের শিকার হয়ে ছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। জনতার কিল , ঘুষি ডিম ছোড়ায় আহত হয়ে পড়েন। এবার আক্রান্ত অভিষেককে নিয়ে এবার মুখ খুললেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।গতকালের প্রসঙ্গে আজ সকালে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, অভিষেকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর চেষ্টা করেছেন মমতা ব্যানার্জি।হাসপাতালগুলিতে জোর করে ভর্তি করানোর জন্য মমতা ব্যানার্জি ক্রমাগত চাপ দিয়েছেন।তিনি বলেন, তৃণমূল নেতাদের বলছি। বাড়ি থেকে বেরোবেন না। পাবলিক ক্ষেপে আছেন। আমরা ভাল কাজ করছি। টিভিতে দেখুন। নাহলে আমাদের হাতে এত পুলিশ নেই যে আপনাদের পাহারা দেবে। এখন বেরোবেন না

বাড়ি থেকে।এরপরই দিলীপ ঘোষ বলেন, যখন নাড্ডাজির গাড়িতে পাথর মেরেছিল, আমি নিজে সেই গাড়িতে ছিলাম। গাড়ি বুলেট প্রুফ ছিল। নাহলে সেদিন আমরা কেউ বাঁচতাম না। সেটা যদি জনরোষ হয় তাহলে এটাও জনরোষ। নাটক, ড্রামা, গিমিক কিচ্ছু আর চলবে না। বদলে গেছে বাংলা। এবার ঠেলা সামলা। দেখ কেমন লাগে।তাঁর দাবি, তৃণমূল আমলে যতো বড় বড় ক্রিমিনাল, তাদেরকে পুলিশ প্রোটেকশন দেওয়া হত। কেন দেওয়া হবে? মমতা ব্যানার্জি এখনও থ্রেট কালচার চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। জমানা বদলে গেছে, এসব আর চলবে না। অভিষেক ব্যানার্জি গুন্ডা, তোলাবাজ ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা করতে যান না।একইসঙ্গে তিনি তথাকথিত 'মেসি কাণ্ড' নিয়েও তৃণমূলকে নিশানা করেন। দিলীপ ঘোষের দাবি, এটি আন্তর্জাতিক স্তরের দুর্নীতির একটি উদাহরণ এবং ভবিষ্যতে এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হলে অনেক তথ্য সামনে আসবে। যদিও তিনি যে অভিযোগ তুলেছেন, তার পক্ষে কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ প্রকাশ্যে আনেননি।

## বাড়ছে ব্রহ্মসের চাহিদা

**নয়া জামানা ঃ বিশ্বজুড়ে বাড়ছে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র ব্রহ্মসের চাহিদা। অপারেশন সিঁদুরে ব্রহ্মসের ব্রহ্মতেজ দেখার পর এই সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল কেনার চুক্তি করেছিল ভিয়েতনাম। সেই পথে হেঁটে এবার ভারতের এই ক্ষেপণাস্ত্র কেনার চুক্তি করছে ইন্দোনেশিয়া। সিঙ্গাপুর সফরে শনিবার এই তথ্য সামনে এনেছেন দেশের ডিফেন্স সেক্রেটারি রাজেশকুমার সিং।**

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 31-05-2026 17:45 Page 2



# ২২০০ বছর পুরনো সমাধির পাহারাদার হাজার প্রস্তর-সৈনিক!

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** প্রাচীনকালে সমাধির ভিতর বিপুল রাজ ঐশ্বর্য রাখা হত বলেই তা সংরক্ষণের নানা ব্যবস্থাও করা থাকত। চৈনিক ঐতিহাসিক সিমা কিয়ান তাঁর গবেষণায় লেখেন, কুইন সি হুয়াং-এর সমাধির ভিতর গাঁথা রয়েছে বিপুল সংখ্যক স্বয়ংক্রিয় তীর-ধনুক।মাটির তলায় বিশাল প্রাসাদ, লুকানো রয়েছে অপার ধনসম্পদ। প্রাসাদ কার? চিনের প্রথম সম্রাট কুইন সি হুয়াং-এর, যার মৃত্যু হয় ২১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এই প্রাসাদের ভিতর শায়িত রয়েছে তাঁর সমাধি। এরপর পেরিয়ে গিয়েছে বহু বছর। ১৯৭৪ সালে একদল স্থানীয় চাষি কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে ভুলবশতই এই প্রাসাদের হদিশ পায়। আর তারপরেই চমকে যায় তারা। প্রাসাদটিকে ঘিরে রয়েছে একনিষ্ঠ সেনাদল! কেবল রক্তমাংস নয়, পাথরের তৈরি তারা। তবে সংখ্যা, হাজারেরও বেশি। 'ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'-এর তকমা পায় এই সমাধি।গবেষণা শুরু হয় তৎক্ষণাৎ। তবে বহু বছর পেরিয়েও সম্রাটের মুখ্য কক্ষটি খোলার সাহস কিছুতেই হয়নি গবেষকদের।কিন্তু কেন? কোন অজানার ভয়ে? এটি আদতে কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রাচীনকালে সমাধির ভিতর বিপুল রাজ ঐশ্বর্য রাখা হত বলেই তা সংরক্ষণের নানা ব্যবস্থাও করা থাকত। চৈনিক ঐতিহাসিক সিমা কিয়ান তাঁর গবেষণায় লেখেন,

কুইন সি হুয়াং-এর সমাধির ভিতর গাঁথা রয়েছে বিপুল সংখ্যক স্বয়ংক্রিয় তীর-ধনুক। ভিতরে প্রবেশ করা মাত্রই যা নিজে থেকে ছুটে এসে লাগবে অনুপ্রবেশকারীর শরীরে।এছাড়াও চিনের মুখ্য জলপথগুলির আকারে মিনিয়েচার নদী তৈরি করে রাখা রয়েছে সমাধির ভিতর। যেখানে জলের বদলে বইছে পারদ! পরবর্তীকালের গবেষণাতেও দেখা গিয়েছে যে সমাধি সংলগ্ন মাটিতে পারদের মাত্রা অত্যন্ত বেশি। ত্বকে ছুঁয়ে যাওয়ার প্রয়োজনটুকুও নেই, কেবল পারদ মিশ্রিত বাতাসে দীর্ঘক্ষণ শ্বাস নিলেই মৃত্যুর আশঙ্কা তৈরি হয়। যদিও এমন সব মৃত্যুফাঁদ তৈরির পর আনুমানিক ২২০০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে! এখনও কি তা কাজ করবে একই রকমভাবে? ধন্দে গবেষকমহল।

এছাড়াও রয়েছে আরও একটি ভয়। দীর্ঘদিন কেটে যাওয়ার ফলে ভিতরে থাকা শিল্পকার্য কী অবস্থায় রয়েছে বর্তমানে, তা জানা যায় না। ধনসম্পদ যদি অক্ষতও থাকে, পোশাক অথবা মৃৎপাত্র প্রভৃতি নিঃসন্দেহে ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছেছে। গবেষকদের অনুপ্রবেশের ফলে যদি তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সমগ্র গবেষণাটি অমূলক হয়ে দাঁড়ায়। কী করা যায় এমতাবস্থায়? গবেষকরা জানিয়েছেন, তা অপেক্ষায় বিশ্বাসী। এমন কোনও যন্ত্র, যা বাইরে থেকেই ভিতরের অবস্থা নির্ণয় করতে পারবে, অথবা মৃত্যুফাঁদগুলি নিরস্ত করতে পারবে, তা আবিষ্কার হলে ভিতরে ঢোকার কথা পুনর্বিবেচনা করবেন তাঁরা।তাছাড়াও স্থানীয় মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে এই সমাধির সঙ্গে। বাইরে থেকে আসা মানুষেরা প্রাচীন সমাধি খুললে, উপস্থিত সকলের উপরেই অভিশাপ নেমে আসে; এমন বিশ্বাস প্রায়শই প্রচলিত থাকে।

ফলে কারও ভাবাবেগে আঘাত না দিয়ে তবেই গবেষণা চালিয়ে যাবেন, এমন মনস্থির করেছেন প্রত্নতত্ত্ববিদরা।

# লম্বা-ঘন কালো চুলের রহস্য

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** ঘন লম্বা চুলের স্বপ্ন কে না দেখেন! কিন্তু বর্তমান সময়ে ক'জনেরই বা সেই স্বপ্নপূরণ হয়। আজকাল ছোট বয়স থেকেই শুরু হয়ে যায় চুলের সমস্যা। কারওর বয়স ত্রিশের কোঠা পেরোতে না পেরোতেই ঝরতে শুরু করে চুল, কারওর আবার হারিয়ে যায় চুলের জেল্লা। নেপথ্যে ব্যস্ততার যুগে চুলের সঠিক যত্নের অভাব। কিন্তু যদি একটি হেয়ারপ্যাকেই ঘন লম্বা চুলের সঙ্গে জেল্লাও ফিরিয়ে আনতে পারেন? শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও বাস্তবেই রয়েছে এমন একটি প্যাক যা নিয়মিত লাগালে মাত্র এক সপ্তাহে ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। চুল পড়া যেমন বন্ধ হবে, তেমনই বজায় থাকবে জেল্লাও। তাহলে সেই ম্যাজিক প্যাকের বিষয়ে বিশদে জেনে নিন। খানিকটা পরিমাণ অ্যালোভেরার সঙ্গে বেশ কিছুটা শুকনো কারি পাতা, ১ চামচ মেথি দানা এবং এক চামচ দই একসঙ্গে মিশিয়ে একটি পেস্ট বানান।

# লিভ-ইন সম্পর্কের জল গড়াতে পারে জেল পর্যন্ত

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** বিরোধী দলগুলোর তীব্র বাধা এবং প্রতিবাদের মধ্যেই আসাম বিধানসভায় পাস হয়ে গেল বিতর্কিত ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল। আসামের বিজেপি সরকারের আনা এই নতুন আইনটি নিয়ে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে তুমুল বিতর্ক ও তরজা শুরু হয়েছে। কাগজে-কলমে এই আইনের মূল লক্ষ্য বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হলেও, সমালোচকদের একাংশ একে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মেরুকরণের চেষ্টা হিসেবেই দেখ ছেন।বিলটি পাস হওয়ার পর আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, এটি আসামের ইতিহাসের সবচেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ, অভিন্ন এবং প্রগতিশীল একটি আইন, যা বিশেষ করে রাজ্যের নারী শক্তিকে বহুবিবাহের হাত থেকে রক্ষা করবে এবং তাঁদের অধিকার সুনিশ্চিত করবে। এই আইনের অধীনে বহুবিবাহকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যেখানে দোষী প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ ৭ বছর পর্যন্ত জেলের বিধান রয়েছে। একই সাথে বিবাহবিচ্ছেদ, পৈতৃক সম্পত্তি এবং খোরপোশের ক্ষেত্রেও মহিলাদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে এই বিলে।অন্যদিকে, বিরোধী দল কংগ্রেসের বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুরী এবং জাকির হুসেন সিকদার এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে, এই আইন মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে এবং ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে সামাজিক ও ধর্মীয় উত্তেজনা তৈরি করবে। বিরোধীদের অভিযোগ, কোনও রাজনৈতিক দল, সামাজিক গোষ্ঠী

বা ধর্মীয় সংগঠনের সাথে পর্যাপ্ত আলোচনা না করেই তড়িঘড়ি করে এই আইন পাস করা হয়েছে। রাইজর দলের বিধায়ক অখিল গগৈ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, এই বিলের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে আমলাতন্ত্র এবং পুলিশের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে, যা সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করার পথ প্রশস্ত করবে।নতুন এই আইনের অন্যতম বড় এবং বিতর্কিত দিক হলো 'লিভ-ইন রিলেশনশিপ' বা বিয়ে ছাড়া একসঙ্গে থাকার বিষয়টি। আসামে এবার থেকে যেকোনো লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরকারের কাছে নাম নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী, কোনও যুগল যদি তাঁদের লিভ-ইন সম্পর্কের রেজিস্ট্রেশন না করান, তবে তাঁদের ৩ মাসের জেল হতে পারে। এই সম্পর্কগুলোর তদারকির জন্য একজন সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হবে, যিনি সম্পর্কের তথ্য পাওয়ার পর স্থানীয় থানায় বিষয়টি জানাবেন। শাসকদলের বিধায়কদের দাবি, এই আইন লিভ-ইন সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করছে না, শুধু নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের স্বার্থে এর একটি সরকারি হিসাব রাখছে।এই বিলটি আসামের তফসিলি উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর প্রযোজ্য হবে না। আর এই বিষয়টি নিয়েই বিধানসভায় সুর চড়িয়েছে বিরোধী দলগুলো। কংগ্রেসের প্রশ্ন, এই আইন যদি সত্যিই নারীদের সুরক্ষার জন্য হয়, তবে আদিবাসী নারীদের কেন এই সুরক্ষার বাইরে রাখা হলো? এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর নিজস্ব অত্যন্ত শক্তিশালী সামাজিক ও প্রথাগত বিচারব্যবস্থা রয়েছে, যার মাধ্যমে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নারীদের মর্যাদা রক্ষা করে আসছেন, তাই তাঁদের এই আইনের বাইরে রাখা হয়েছে।

বিজেপি এবং সহযোগী দল অসম গণ পরিষদ -এর বিধায়কদের দাবি, বহুবিবাহের কারণে রাজ্যে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এবং জনবিন্যাসের যে পরিবর্তন ঘটছিল, এই আইন তা রুখতে সাহায্য করবে। সব মিলিয়ে, আসামের এই নতুন দেওয়ানি বিধি আগামী দিনে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন দেখার।

# ৯ বছর আইটিতে চাকরি করার পর অটো চালাচ্ছেন মহিলা!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কর্পোরেট চাকরির মোহ ছেড়ে অটোচালক! শুনতে অবাক লাগলেও এমনই এক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এক মহিলা। এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রে তিনি। দীর্ঘ ৯ বছর আইটি সেক্টরে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করার পর তিনি হঠাৎ ছেড়ে দেন চাকরি। আইটির বিশাল টাকার চাকরি ছেড়ে নিজের অটো-রিকশা চালাচ্ছেন মহিলা। মাসে প্রায় ৬০ হাজার টাকা উপার্জন করেন, আর তাঁর কথায়; তআমি এখন অনেক বেশি সুখী।ঘটনাটি সামনে আসে এক উদ্যোক্তার সঙ্গে তাঁর আকস্মিক আলাপচারিতার মাধ্যমে। অটোযাত্রার সময় ওই মহিলা জানান, আইটি চাকরির উচ্চ বেতন ও সম্মান থাকলেও প্রতিদিনের কাজের চাপ, টেনশন এবং মানসিক ক্লান্তি তাঁকে গ্রাস করছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করেন যে জীবনে শুধুমাত্র বড় পদ বা মোটা বেতনই সাফল্যের মাপকাঠি নয়। তাই নিজের মানসিক শান্তির জন্য তিনি কর্পোরেট জীবনকে বিদায় জানান।বর্তমানে তিনি নিজের অটো চালিয়ে স্বনির্ভর জীবনযাপন করছেন। আয় আগের তুলনায় কম একথা জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর মতে, মানসিক শান্তি ও স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশি। তিনি বলেন, এখন আর অফিসের ডেডলাইন, মিটিং বা লক্ষ্যপূরণের চাপ নেই। নিজের সময় নিজের মতো করে ব্যবহার করতে

পারছেন, আর সেটাই তাঁকে সত্যিকারের আনন্দ দিচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর গল্প ভাইরাল হওয়ার পর বহু মানুষ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অনেকেই লিখেছেন, সুখের সংজ্ঞা সবার কাছে এক নয়। কেউ কর্পোরেট অফিসে বিশাল অঙ্কের মাইনে পেয়ে কাজের চাপের মধ্যে থেকে আনন্দ খুঁজে পান, আবার কেউ সাধারণ জীবনে খুঁজে পান মানসিক প্রশান্তি। এই মহিলার সিদ্ধান্ত সেই কথাই আরও একবার প্রমাণ করে দিল। আজকের প্রতিযোগিতার যুগে তাঁর গল্প যেন এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয়;সাফল্য মানে শুধু বড় পদ বা বড় বেতন নয়, বরং এমন জীবন বেছে নেওয়া যেখানে নিজের মন ভালো থাকে। আর সেই সাহস দেখাতে পারাটাই হয়তো জীবনের সবচেয়ে বড় লড়াই জিতে যাওয়া।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 31-05-2026 17:45 Page 3



# দমদম স্টেশনে উচ্ছেদ অভিযান, ভাঙ্গা হল অবৈধ দোকান

**নয়া জামানা , দমদম ঃ** রাজ্যে প্রশাসনিক পরিবর্তনের পর এবার দমদম জংশন স্টেশন চত্বরে চলল ব্যাপক হকার উচ্ছেদ অভিযান। শনিবার গভীর রাতে রেল কর্তৃপক্ষ, রেল পুলিশ ও বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ও সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। স্টেশনের বাইরে রাস্তার ধারে গড়ে ওঠা একাধিক দোকান বুলডোজার দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই স্টেশন চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে দোকান বসানোর ফলে যাত্রীদের চলাচলে সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। বিশেষ করে স্টেশনের বাইরের রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় যান ও পথচারী চলাচল ব্যাহত হচ্ছিল

বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে আগেই নোটিস জারি করা হয়েছিল বলে দাবি রেল কর্তৃপক্ষের।অভিযান শুরুর সময় কিছু ব্যবসায়ী ও হকার দোকান ভাঙার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং নিরাপত্তার বলয় তৈরি করে অভিযান চালানো হয়।উল্লেখ্য, এর আগে হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন এলাকাতেও একই ধরনের উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল। কয়েকদিন আগে দমদম স্টেশন এলাকায়ও হকার উচ্ছেদের নোটিস জারি হওয়ার পর থেকেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের তরফেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।অভিযানের পর বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকার জীবিকার অনিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, যাত্রী নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

# গয়নার দোকান সংক্রান্ত বিবাদে উত্তপ্ত ঘাটি গলি

**সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা , আসানসোল ঃ** গয়নার দোকান সংক্রান্ত একটি দীর্ঘদিনের বিবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় আসানসোলের ঘাটি গলি কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে যখন রাজীব কুমার বর্মা নামের এক ব্যক্তি জোরপূর্বক দোকানে প্রবেশের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ ওঠে; এ সময় অপর এক ব্যক্তি তাকে বাধা দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়।উভয় পক্ষের এই সংঘাত দ্রুত তীব্র আকার ধারণ করে এবং

সমগ্র এলাকায় একটি চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, কোনো পক্ষই কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় এবং এই অচলাবস্থা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে, যা স্থানীয় বাসিন্দা ও দোকানদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকায় এবং এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলেই অবস্থান করছিলেন।

# নেওরা নদী বন্ধে কাজহীন শ্রমিক, দ্রুত সমাধানের দাবিতে ক্ষোভ

**নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ** ক্রান্তি ও মাল ব্লকের নেওরা নদীতে গত প্রায় তিন মাস ধরে বালি-পাথর উত্তোলনের কাজ বন্ধ রয়েছে। ফলে নদীকেন্দ্রিক জীবিকার উপর নির্ভরশীল অসংখ্য শ্রমিক ও পরিবহন কর্মী চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে অনেকেই কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে পাড়ি দিচ্ছেন।স্থানীয় শ্রমিকদের দাবি, তাঁদের পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল নদী সংক্রান্ত কাজ। কাজ বন্ধ থাকায় সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ঋণ সংস্থা, বন্ধন ও এসকেএস-এর কিস্তি পরিশোধ নিয়েও দুশ্চিন্তায়

রয়েছেন তাঁরা।শ্রমিকদের বক্তব্য, সরকারি নিয়ম মেনে রয়্যালটি প্রদান করে এবং রাজ্য সরকারের রাজস্ব নিশ্চিত করেই দ্রুত নদী থেকে কাজ শুরু করার ব্যবস্থা করা হোক। এতে যেমন সরকারের রাজস্ব বাড়বে, তেমনি হাজার হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থানও ফিরবে।এদিকে আগামী ১৫ জুন থেকে গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুযায়ী নদী সংক্রান্ত কার্যক্রম আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তার আগেই প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান এবং শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা করার দাবি উঠেছে।

# ১৪ কোটির ক্যানেল প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ

## অসম্পূর্ণ কাজ ফেলে উধাও ঠিকাদার

**বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ** উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও বাস্তবে সেই প্রকল্পের কাজ আজও সম্পূর্ণ হয়নি। বরং অসমাপ্ত নির্মাণ, পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতি এবং ক্ষুব্ধ কৃষকদের অভিযোগ ঘিরে উত্তরবঙ্গের ধুপগুড়ির ঝার আলতা এলাকায় উঠে এসেছে এক বিস্ময়কর চিত্র। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় ১৪ কোটি টাকার বিরুবাগ ক্যানেল সংস্কার প্রকল্প কার্যত দুর্নীতির বলি হয়েছে। কাজ শেষ না করেই ঠিকাদার উধাও হয়ে গিয়েছে, আর তারই সাক্ষী হয়ে বছরের পর বছর ধরে পড়ে রয়েছে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী। ধুপগুড়ি ব্লকের ঝার আলতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর খট্টিমারি এলাকায় অবস্থিত বিরুবাগ ক্যানেল দীর্ঘদিন ধরেই কৃষকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলসেচ প্রকল্প হিসেবে পরিচিত। একাধিক গ্রামের প্রায় ৩২ হাজার কৃষক এই ক্যানেলের উপর নির্ভরশীল। কৃষকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে ক্যানেল সংস্কারের জন্য প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১০ কোটি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্পটির জন্য মোট ব্যয় ধরা হয় প্রায় ১৪ কোটি টাকা। স্থানীয়দের দাবি, প্রকল্পের সূচনায় বড়সড় প্রচার করা হয়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, তৎকালীন জেলা শাসক মৌমিতা গোদরা বসু, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ, বিধায়ক-সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক। প্রকল্প

তৎকালীন সময়ে নেতা মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে কাজের শুভ সূচনা

বাস্তবায়িত হলে এলাকার কৃষি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব চিত্র আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঘটনাস্থলে গেলে দেখা যায়, একটি ব্রিজ নির্মিত অবস্থায় রয়েছে, এখনও দেখা যায় প্রকল্পের নামাঙ্কিত ফলক। যদিও সময়ের প্রভাবে ফলকের লেখাও প্রায় মুছে যেতে বসেছে। যে ক্যানেলের মাধ্যমে কৃষিজমিতে জল পৌঁছানোর কথা ছিল, সেই ক্যানেল আজও কার্যত অচল। বহু জায়গায় আগাছায় ভরে গেছে, কোথাও কোথাও কাজই অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা যোগেন্দ্রনাথ রায় ও দধিমোহন রায়ের অভিযোগ, প্রকল্পের মাধ্যমে মধ্য খট্টিমারি পর্যন্ত জল পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে জলের মতো টাকা খরচ হলেও জলের রাস্তা তৈরি হয়নি। তাঁদের মতে, কোটি কোটি টাকার প্রকল্পের কোনও বাস্তব সুফল সাধারণ মানুষ পায়নি। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে। গ্রামবাসীদের দাবি, কাজের মাঝপথেই ঠিকাদার সংস্থা এলাকা ছেড়ে চলে যায়। শুধু তাই নয়, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং সামগ্রীও সেখানেই পড়ে থাকে। বহু বছর পেরিয়ে গেলেও সেগুলি এখনও বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়। স্থানীয় কৃষ্ণপদ রায় ও পুনাই ওঁরাও জানান, প্রকল্পের কাজের সুবিধার জন্য তাঁদের এবং অন্যান্য গ্রামবাসীদের জমি ব্যবহার করা হয়েছিল। ঠিকাদার সংস্থা জমি ব্যবহারের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার আশ্বাস দিলেও পরে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়নি। অভিযোগ, টাকা না পাওয়ায় গ্রামবাসীরাই পরবর্তীতে কিছু যন্ত্রপাতি আটকে রাখেন। গ্রামবাসীদের দাবি, প্রকল্পে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, বরাদ্দ অর্থের বড় অংশ খরচ দেখানো হলেও বাস্তবে কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে কোটি কোটি টাকা কোথায় গেল, সেই প্রশ্ন এখন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে। যদিও এই অভিযোগগুলির সরকারি তদন্ত এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, তবুও স্থানীয়দের দাবি, বিষয়টি খতিয়ে দেখলেই প্রকৃত সত্য সামনে চলে আসবে। প্রকল্পের উদ্বোধনের সময় তৎকালীন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক প্রকাশ্যে বলেছিলেন, তিনি বিষয়টি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে আনবেন এবং দ্রুত কাজ সম্পূর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কতটা পূরণ হয়েছে, তা নিয়ে এখন প্রশ্ন তুলছেন এলাকার মানুষ। বর্তমানে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন করে আশার আলো দেখছেন স্থানীয় কৃষকরা। ধুপগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়ক নরেশ চন্দ্র রায় জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তাঁর এই আশ্বাসে কিছুটা আশাবাদী হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখতে পাননি গ্রামবাসীরা।

# অভিষেককে কটাক্ষ সৌমিত্র খাঁর

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। রবিবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করেন।এদিন সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছালে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। দলীয় পতাকা ও স্লোগানের মধ্য দিয়ে সাংসদকে স্বাগত জানান বিজেপি কর্মীরা। এরপর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি গতকাল সোনাপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হওয়া হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়া জানান।সৌমিত্র খাঁর দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে গোবর জল দিয়ে স্নান করে শুদ্ধিকরণ করা উচিত। তাঁর অভিযোগ, ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিকভাবে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিকভাবে বিষয়গুলিকে সামনে এনে প্রচার পেয়েছেন, অভিষেকও সেই পথেই হাঁটতে চাইছেন। তবে তিনি সেইভাবে সফল হতে পারবেন না।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 31-05-2026 17:45 Page 4



# শান্তিপুরের পুরাকীর্তি

শান্তিপুর শুধু মাত্র অদ্বৈতাচার্যের পুণ্যভূমি আর তাঁতবস্ত্রের জন্য বিখ্যাত নয় , শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি জগতে অনেক বিখ্যাত মানুষের যেমন জন্ম ও কর্মভূমি। তেমনি পুরোনো এই শহরে আমরা দেশীয় রীতি আর ইসলামীয় স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন ইতিউতি দেখতে পাই। এই পুরাকীর্তিগুলির কোনোটি সুরক্ষিত রয়েছে আবার কোনোটি বা প্রাচীন ইতিহাসকে সাক্ষী করে অন্তিম প্রহর গুনছে।চালা মন্দির, দালান থেকে শুরু করে মিনার স্থাপত্যের সূচনার ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখি, তুর্কি বিজয়ের প্রায় দুই শতাব্দীর পর যখন ১৪৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দে হুসেন শাহ বাংলার সর্বাধিকর্তা হন, সেই সময় থেকে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটতে থাকে নতুন উদ্যমে। তার কিছু সময় পর নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন সংঘটিত করেছিলেন, সেটাকে কেন্দ্র করে বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্যের অগ্রগতির বহর বাড়তে লাগলো। বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন শুরু হলে বাংলার প্রচুর বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিও তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। সমাজের সেই সম্ভ্রান্ত মানুষেরা তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলেন এবং মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বাংলার অনেক স্থানে রাধাকৃষ্ণ ও গৌড়নিতাইয়ের মন্দির স্থাপন করলেন। সেগুলি প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য যথা ‘রেখ’, ‘বেশর’, ‘দ্রাবিড়’ এই সমস্ত রীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য রীতিতে গড়ে উঠতে লাগল। ফলস্বরূপ বাংলায় গঠিত মন্দিরগুলি বাংলাদেশের চির পরিচিত কুটির বা কুঁড়ে ঘরের আদর্শে দোচালা, চারচালা খড়ের ঘরের গঠনপ্রণালী অনুসরণ করে পাথরের ব্যবহারের পরিবর্তে চুন সুরকির দেশজ গাঁথনি-মশলায় ইটের উপর ইট তুলে নির্মিত করা হল দুচালা, চারচালা, রত্ন, দালান, নাটমন্দির প্রভৃতি। এই রীতিতে তৈরি মন্দিরগুলির ‘বাংলারীতি’ অভিধায় ভূষিত করা হল।নবদ্বীপের ভক্তি আন্দোলনের ধারা এসে পড়ল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল শ্রীধাম শান্তিপুরে। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত এই বৈষ্ণবধর্ম শান্তিপুরে প্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে সামনে রেখে প্রভাব বিস্তার করেছিল। অদ্বৈত পরবর্তী সময়ে শান্তিপুরের গোস্বামীরা ব্রাহ্মণ্য কর্মকান্ডের সমর্থক হয়েও কৃষ্ণমন্ত্রেই গৌরাঙ্গকে সেবা করতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সেবা করবার উদ্দেশ্যে গোস্বামী, খাঁ-চৌধুরী প্রমুখেরা উপাসনার জন্য শান্তিপুরের নানা স্থানে মন্দির, মঠ, নাট মন্দির, দালান নির্মাণ করতে লাগলেন।

যেগুলি বর্তমানকালেও অতীত ঐতিহ্যের ধারাকে বহন করে নিয়ে দণ্ডায়মান রয়েছে। সুদীর্ঘ সাড়ে তিনশো বছরের বেশি সময় ধরে বাংলার স্থাপত্যশৈলীর পুরানো রীতির ঐতিহ্য বহন করা সত্ত্বেও আজও অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি অবহেলিত ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে।শান্তিপুরে বাংলার পুরাকীর্তির রীতি অনুসারে নির্মিত প্রচুর

মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে প্রাচীনতম আটচালা রীতিতে তৈরি মন্দিরের খোঁজ পাওয়া যায় শান্তিপুরের অনতিদূরে বাগআঁচড়ায়। ১৬৬৫ সালে আটচালা রীতিতে গঠিত মন্দিরটি তৈরি করেন বাগআঁচড়ার প্রতাপান্বিত জমিদার চাঁদ রায়। চাঁদ রায়ের নির্মিত মুখোমুখি চারটি আটচালা শিবমন্দিরের মধ্যে বর্তমানকালে একটি মন্দির অতীতের গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতি বহন করে চলেছে। বর্তমানে মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসের দিকে যদিও তার দীর্ঘ বঙ্গাক্ষরের প্রতিষ্ঠালিপি ফলকটি বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ প্রদর্শশালায় রক্ষিত আছে।পশ্চিমবঙ্গের আটচালা রীতির যে সমস্ত বৃহৎ মন্দির রয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বড়োবাজার সংলগ্ন শ্যামচাঁদ মোড়ের শ্যামচাঁদ মন্দির। পাঁচ-খিলান বিশিষ্ট, অলিন্দযুক্ত, দক্ষিণমুখী, ইটগাঁথা আটচালা এই মন্দিরটি অখণ্ড বাংলার মধ্যে বৃহত্তম। আনুমানিক ১৬৪৬ শকে খাঁ বংশের উত্তর পুরুষ রামগোপাল খাঁ শ্যামচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামচাঁদ বিগ্রহকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নামে এবং রাধিকা মূর্তিকে গুরু রাধাবল্লভ গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতির নামে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। একটি বৃহৎ পুকুর খনন করে তার জল সেচন করে নিচের দিকে বড়ো আকারের চকোর কাঠ স্থাপন করে মন্দিরটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাদপীঠ উঁচু মন্দিরটির সামনের বাঁদিকে নাগালের উচ্চতার মধ্যে প্রথম খিলানের ঠিক নিচে মন্দিরফলকে পাথরে খোদাই করা সংস্কৃত অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা , শ্রীমতঃ শ্যামচন্দ্রস্য মন্দিরঃ পূর্ণ তামিয়াৎ, বসুবেদর্তু শুভ্রাংশু সংখ্যায়া গণিতে শকে ১৬৪৮। অর্থাৎ অঙ্কের বাঁ দিক থেকে গণনা করলে পায় বসু- ৮, বেদ-৪, ঋতু-৬ শুভ্রাংশু (চন্দ্র) , ১ অর্থাৎ ১৬৪৮ শকে, ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রী শ্যামচাঁদ মন্দির নির্মিত হয়। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচর্যের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে খাঁ-রা একটি বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। যেখানে কাশী - কাঞ্চী - দ্রাবিড় - মথুরা, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রভৃতি স্থান থেকে পণ্ডিতরা এবং নদীয়ারাজ রঘুরামও শান্তিপুরে আগমন করেন। রঘুরাম খাঁ বাড়ির বিশাল সভায় মন্দির প্রতিষ্ঠার শীর্ষ স্থান অলংকৃত করেন এবং মহারাজের অভ্যর্থনায় সম্মান দক্ষিণা হিসাবে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। রাধা শ্যামচাঁদের বিগ্রহের চরণতলে শুধু রামগোপাল নয়, তাঁর তিন ভাই রামজীবন, রামভদ্র এবং রামচরণ তাদেরও নাম রয়েছে। বাংলার স্থাপত্যের গৌরব শ্যামচাঁদ মন্দিরটি বাইরের ভাগে দ্বিতল সমান্বিত, সামনের ভাগ সূচালো, কারুকার্যময়। মন্দিরটির উচ্চতা ১১০ ফুট, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৬৮ ফুট। সুউচ্চ চূড়া পাঁচটি, কলসি ও চক্রের চূড়া, সেখানে ত্রিশূল ও ধাতুনির্মিত পতাকা শোভামান। মন্দিরটিতে টেরাকোটার কাজ যৎসামান্য। খিলানের উপরের চারিদিকে বাংলা আটচালা শ্রেণির প্রতীক শিবালয় এবং তার মধ্যে শিবলিঙ্গ। উপরের কার্নিসের নিচে দুই প্রান্তে পোড়ামাটির পদ্মফুল এবং দু'পাশের উপরে নিচে সেই পদ্মফুল মন্দিরটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। খিলানের উপরের প্রস্থে পদ্মের কারুকার্য দেখা যায়।শান্তিপুরেরই হাটখোলাপাড়ায় শ্রী অদ্বৈতাচার্য্যের প্রপৌত্র ঘনশ্যাম গোস্বামী থেকে মধ্যম গোস্বামী বাড়ির উৎপত্তি এবং এখানে গোকুলচাঁদ মন্দির নামে দুইটি প্রতিষ্ঠালিপিহীন প্রাচীন পোড়ামাটির ভাস্কর্যযুক্ত ভিত্তিবেদীর উপর নির্মিত পূর্বমুখী আটচালা মন্দির আছে। গর্ভগৃহের সামনে তিনটি পত্রাকৃতি খিলানযুক্ত আবৃত অলিন্দ রয়েছে এবং থামগুলি বত্রিশ স্তর ইটের সমবায়ে তৈরি। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে টেরাকোটার পৌরাণিক ও সামাজিক মূর্তি দেখা যায় যথা। পালকি, শিকার দৃশ্য, তিরন্দাজ ব্যাধ, পলায়নরত হরিণ, দশাবতার, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য প্রভৃতি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৫ ফুট ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট। মন্দিরের পূর্বমুখী আটচালা টেরাকোটা কারুকার্য সমৃদ্ধ এই দেবালয়টি শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্রের মন্দির বলে খ্যাত। গর্ভগৃহের সামনে ত্রিখিলান যুক্ত আবৃত অলিন্দ। অনুমান করা হয়, মন্দিরটি ১৬৬২ শকাব্দে (১৭৪০ খ্রিঃ) স্থাপিত। বর্ধমান জেলার জামগ্রামের নন্দীদের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল।কাঁসারীপাড়ার রাম যদুনাথ ১৭৮৭ শকাব্দের ২০ আষাঢ় (১৮৬৫ খ্রিঃ) পূর্বমুখী মন্দির প্রাঙ্গনে পাদপীঠের উপর নির্মিত অলিন্দবিহীন, একদুয়ারি উত্তর ও দক্ষিণমুখী দুটি আটচালার শিবমন্দির এবং মাঝখানে একটি দালান মন্দির গঠন করেন। মন্দিরগর্ভে উত্তর দিকে যাদবেশ্বর ও দক্ষিণে কেশবেশ্বর নামের কষ্ঠিপাথরের দুটি বংশীধারী ও রাধিকার আকর্ষণীয় যুগলমূর্তি রয়েছে বৃহৎ শিবলিঙ্গর দুইটির মাঝখানে। মন্দিরের দেওয়ালের পোড়া মাটির মূর্তি ও প্রবেশপথের দুধারে ২২টি এবং উপরে ১২টি কুলঙ্গিত নিবন্ধ। দালান মন্দিরটি তিনটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে আর মন্দিরটিতে পদ্মের সুন্দর অলংকরণ দেখা যায়। এছাড়া চাঁদুনি পাড়ায় ক্ষুদ্র আকারের উত্তরমুখী একটি এবং সূত্রাগড়ের সেনপাড়ায় তিনটি আটচালা নির্মিত পোড়ামাটির অলংকরণে গ্রথিত ত্রিশিব মন্দিরও উল্লেখযোগ্য।বাংলা রীতির মন্দিরের মধ্যে আরেকটি উল্লেখ যোগ্য রীতি হল চারচালা। জলেশ্বর শিবের মন্দির হল শান্তিপুরের চারচালা মন্দিরের মধ্যে সর্ববৃহৎ। বর্তমানে শান্তিপুরের পুরাণ পরিষদের দক্ষিণ দিকে (বেজ পাড়ায়) অবস্থিত মন্দিরটি পাদপীঠের উপর স্থাপিত দক্ষিণমুখী, অলিন্দবিহীন চারচালা মন্দির যার পূর্ব দিকেও একটি প্রবেশ পথ আছে। নদিয়ারাজ রুদ্ররায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণের জননী আঠারো শতকের প্রথম দিকে অথবা সপ্তদশ শতকের শেষভাগে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন বলে অনুমান করা হয়। এক সময় শিবলিঙ্গের নাম ছিল রুদ্রকান্ত, মতান্তরে রাঘবেশ্বর। কথিত আছে এক সময় কোনো এক অনাবৃষ্টির সময় সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৃষ্টির জন্য শিবের মাথায় প্রচুর গঙ্গাজল ঢালার পর বেশ বৃষ্টি হয় তখন থেকে এই শিবের নাম হয় ‘জলেশ্বর’। জলেশ্বর মন্দিরটি আয়তনে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর ২১ ফুট ১০ ইঞ্চি উত্তর দক্ষিণে ২৪ ফুট ১০ ইঞ্চি, উচ্চতায় প্রায় ৪৫ ফুট এবং কালো পাথরের শিবলিঙ্গটির উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট। মন্দিরটির দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের প্রবেশদ্বার ঘিরে নানা রকমের পৌরাণিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে পোড়ামাটির মূর্তি ও সূক্ষ্ম নক্সা অলংকরণে যুক্ত, যথা কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, ভীষ্মের শরশয্যা, রামায়ণের কাহিনি, বিষ্ণু, হরগৌরী, নারদ, তিরন্দাজ ব্যাধ, বর্ম পরিহিত যোদ্ধা, বণিক প্রভৃতি। বর্তমানে মন্দিরে নিত্যদিনের পূজা এবং চড়ক, গাজন, শিবরাত্রি, নীল , এই সমস্ত বাৎসরিক পূজাগুলিও মহাসমারোহে পালন করা হয়। শান্তিপুরের উত্তর দিকে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে দিগনগরে প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের চারচালা নির্মিত প্রাচীন রাঘবেশ্বর মন্দির (এখন রাজ্য সরকার রক্ষিত ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত) রয়েছে। মন্দিরের গায়ে অপূর্ব টেরাকোটার কাজ ক্রমশ নষ্ট হচ্ছে। মন্দির গায়ে খোদাই করা লেখা থেকে বোঝা যায় মন্দিরটি ১৫৯১ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণনগরের রাজা রাঘবচন্দ্র রায় ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। চারচালা এই মন্দিরটির ভেতরে আছে বড়ো একটা কষ্ঠিপাথরের শিবলিঙ্গ। মন্দিরে বাইরের গায়ে দেখতে পাওয়া যায় পোড়ামাটি তৈরি টেরাকোটার অসামান্য কাজ। টেরাকোটার কাজগুলি প্রধানত পশ্চিম ও দক্ষিণ দেওয়ালে উৎকীর্ণ।

পূর্বের দেওয়ালে কিছু পোড়ামাটির পদ্ম ছাড়া কিছুই বিশেষ নেই। ভিত্তিবেদীর সংলগ্ন দুটি অনুভূমিক সারিতে পালকিবাহিত বাবু, অশ্বরোহী শিকারি, হাতি ও উটের পিঠে সওয়ার, মিথুনদৃশ্য প্রভৃতি সামাজিক চিত্র রয়েছে। তার উপরের সারিতে একটানা হংসপংক্তি রয়েছে। মন্দিরটির প্রবেশ পথের উপরে ও দুপাশে কুলঙ্গিতে নিবদ্ধ দুই সারি মূর্তির মধ্যে দশাবতার, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য প্রভৃতি রয়েছে এবং তাঁদের দুই পাশে দেওয়ালের প্রান্ত অবধি বিন্যস্ত রাম, বলরাম, বৃষবাহন, শিব, প্রহরী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি নানারকম মূর্তি। রাঘবেশ্বর মন্দিরটি পশ্চিমমুখী এবং দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ১৯ ফুট ১০ ইঞ্চি ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট। মন্দিরটি দীর্ঘদিন কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির অধীনে ছিলো। বর্তমানে রাজবাড়ি থেকে নিযুক্ত পুরোহিতরা বংশ পরম্পরায় এই মন্দিরের শিবলিঙ্গের নিত্যদিন পূজা পাঠ করেন। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।